বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস
২৬ এপ্রিল ২০১৪
World Intellectual Property Day
26 April 2014
"Movies - A Global Passion"
পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর, শিল্প মন্ত্রণালয়

بسم الله الرحمن الرحيم

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা।

১৩ বৈশাখ ১৪২১
২৬ এপ্রিল ২০১৪

বাণী

প্রতিবছরের মত এবারেও শিল্প মন্ত্রণালয়াধীন পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে 'বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস-২০১৪' উদ্‌যাপন করছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষে আমি সৃজনশীল ও উদ্ভাবনী কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত গুণীজনদের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই।

মেধা সৃষ্টিকর্তা প্রদত্ত অমূল্য সম্পদ। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে যা কিছু অর্জন তার মূলে রয়েছে মেধাসম্পদের সদ্ব্যবহার ও সঠিক প্রয়োগ। সভ্যতার অগ্রযাত্রায় বুদ্ধিবৃত্তিক মননশীলতা আবহমান কাল ধরে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। এজন্য দেশের মেধাসম্পদের যথাযথ বিকাশ ও সংরক্ষণে আমাদের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতে হবে। চলচ্চিত্র শিল্পে পরিচালক ও সংশ্লিষ্ট কলাকুশলীদের অন্তর্দৃষ্টি, সৃজনশীলতা এবং মেধার সমন্বয়ে সৃষ্টি হয় কালজয়ী চলচ্চিত্র যা মানুষকে যুগ যুগ ধরে উদ্বেলিত ও উৎসাহিত করে। এ প্রেক্ষাপটে World Intellectual Property Organization (WIPO) কর্তৃক এবারের বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবসের প্রতিপাদ্য 'Movies - A Global Passion' খুবই তাৎপর্যপূর্ণ হয়েছে বলে আমি মনে করি। জ্ঞান বিজ্ঞানের বিকাশ এবং গবেষণাধর্মী বিষয়গুলোতে মেধাসম্পদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই মেধার উৎকর্ষ ও বিকাশে সৃষ্টিশীল ও উদ্ভাবনী কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত গুণীজনদের যথাযথ মূল্যায়ন ও তাঁদের কাজের স্বীকৃতিতে আমাদের আরও আন্তরিক হতে হবে। মেধার উৎকর্ষ ও সমন্বিত প্রয়োগে বাংলাদেশ জ্ঞানে-গুণে-ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধশালী হয়ে উঠুক-এ প্রত্যাশা করি।

আমি 'বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস- ২০১৪' এর সাফল্য কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

এক নজরে পেটেন্ট ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর

জামাল আব্দুল নাসের চৌধুরী
রেজিস্ট্রার
পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর

ভূমিকাঃ

শিল্প মন্ত্রণালয়াধীন পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর (ডিপিডিটি) একটি জাতীয় অফিস হিসেবে ১৯১১ সালের পেটেন্ট ও ডিজাইন আইন ও ২০০৯ সালের ট্রেডমার্ক আইন অনুযায়ী মেধাসম্পদ বিষয়ক কার্যক্রম পরিচালনা করে। ইহা ছাড়াও বাংলাদেশ World Trade Organization (WTO)-এর সদস্য এবং Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS)-এর স্বাক্ষরকারী দেশ হিসেবে World Trade Organization (WTO) এবং World Intellectual Property Organization (WIPO) কর্তৃক প্রদত্ত Guideline এর ভিত্তিতে Intellectual Property সংক্রান্ত কার্যক্রম অত্র অধিদপ্তরের মাধ্যমে সম্পাদন করে থাকে। সাবেক পেটেন্ট অফিস ও ট্রেডমার্ক রেজিস্ট্রি দুটিকে একীভূত করে ২০/৩/২০০৪ তারিখ হতে এ অধিদপ্তরের কার্যক্রম শুরু হয়। পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তরের মূল কার্যক্রম হলো নতুন আবিষ্কারের জন্য পেটেন্ট স্বত্ব মঞ্জুর করা, নতুন উদ্ভাবিত Industrial Design নিবন্ধন করা এবং ট্রেডমার্কের স্বত্ব সংরক্ষণে জন্য ট্রেডমার্ক নিবন্ধন করা এবং নতুন নতুন আবিষ্কারে উৎসাহিত করা।

পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তরে মোট ৬ টি উইং ও ইউনিট রয়েছে, যথা- (i) Patents & Designs Wing (ii) Trademarks Wing (iii) WTO & International Affairs Wing (iv) Administrative Wing (v) G.I Unit (vi) Information Technology(IT) Unit. প্রথম ৫টি উইং ও ইউনিটের প্রধান হিসেবে ডেপুটি রেজিস্ট্রার ও আইটি ইউনিটের প্রধান হিসেবে সিস্টেম এনালিস্ট এবং ডিপিডিটির অফিস প্রধান হিসেবে ১ জন রেজিস্ট্রার রয়েছেন।

২. অধিদপ্তরের ইউনিট ও উইংসমূহ ঃ

(ক) পেটেন্ট ও ডিজাইন উইং ঃ

পেটেন্ট ঃ

পেটেন্ট হলো কোন নতুন পণ্য আবিষ্কার বা পণ্য উৎপাদনের নতুন পদ্ধতির আবিষ্কার, যা শিল্পে প্রয়োগযোগ্য অথবা কোন কারিগরি সমস্যার কারিগরি সমাধান অর্থাৎ নতুন প্রযুক্তি। পেটেন্ট অনুমোদনের মাধ্যমে এরূপ আবিষ্কারের জন্য আবিষ্কারককে তার স্বীকৃতি স্বরূপ একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নিরঙ্কুশ স্বত্বাধিকার প্রদান করা হয়। এইরূপ স্বত্বাধিকারীর অনুমতি ছাড়া অন্য কেউ পেটেন্টকৃত আবিষ্কারের বাণিজ্যিক উৎপাদন, ব্যবহার, বিতরণ ও বিক্রি করতে পারে না।

বাংলাদেশে পেটেন্ট ও ডিজাইন আইন-১৯১১ এর আওতায় ১৬ বছরের জন্য পেটেন্ট অধিকার দেয়া হয়। পেটেন্ট এর স্বত্বাধিকারী ১৬ বৎসর পর্যন্ত এই নিরঙ্কুশ অধিকার ভোগ করেন। এরপর জনসাধারণের যে কেউ আবিষ্কৃত ঐ প্রযুক্তি বিনামূল্যে ব্যবহার করতে পারেন।

ডিজাইন ঃ

উৎপাদিত দ্রব্যের নান্দনিকতা (aesthetic view) ও অলংকরণ (ornamentation) সংশ্লিষ্ট সব কিছুই ইন্ডাষ্ট্রিয়াল ডিজাইন। কোন পণ্যের আকার, আকৃতি, উপরিতল ইত্যাদি ত্রিমাত্রিক বিষয় এবং প্যাটার্ন লাইন ও রং ইত্যাদির দ্বিমাত্রিক বিষয় ইন্ডাষ্ট্রিয়াল ডিজাইনের অন্তর্গত। ডিজাইন দৃষ্টিগ্রাহ্য হয়। ডিজাইন ক্রেতাকে আকৃষ্ট করে এবং মার্কেটে কোম্পানীর অংশ (market share) বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। রেজিষ্ট্রার্ড ডিজাইনের মালিক ডিজাইনটি ব্যবহারের একচ্ছত্র অধিকার সংরক্ষণ করেন। রেজিষ্ট্রার্ড মালিকের অনুমতি ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তি ঐ ডিজাইন ব্যবহার করতে পারে না। ডিজাইন নকল করা আইনত দন্ডনীয়।

পেটেন্ট ও ডিজাইন আইন-১৯১১ এর আওতায় প্রথমে ০৫ (পাঁচ) বছরের জন্য ডিজাইন রেজিস্ট্রেশন দেয়া হয়। পরবর্তীতে পাঁচ বছর করে আরও দুই মেয়াদে (মোট ১০ বছর) রেজিষ্ট্রেশন নবায়ন করা যায়।

(খ) ট্রেডমার্ক রেজিস্ট্রি উইং ঃ

কোন উদ্যোক্তা বা প্রতিষ্ঠানের পণ্য বা সেবাকে অন্য উদ্যোক্তা বা প্রতিষ্ঠানের উৎপাদিত অনুরূপ পণ্য বা সেবা হতে পৃথক করার জন্য যে মার্ক ব্যবহার করা হয় তাই ট্রেডমার্ক। প্রতীক, চিহ্ন, শব্দ, উদ্ভাবিত শব্দ, নাম, নাম বা শব্দের সংক্ষিপ্ত আকার, প্রতিকৃতি ইত্যাদি ট্রেডমার্ক হিসেবে বিবেচিত হয়। সেবাধর্মী কাজের জন্য সার্ভিস মার্ক নিবন্ধন করা হয়।

রেজিষ্ট্রার্ড ট্রেডমার্ক/সার্ভিস মার্কের মালিক মার্কটি ব্যবহারের একচ্ছত্র অধিকার সংরক্ষণ করেন। তার অনুমতি ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান একই বা সাদৃশ্যপূর্ণ পণ্য/সেবার জন্য ঐ মার্ক/সাদৃশ্যপূর্ণ মার্ক ব্যবহার করতে পারে না। ট্রেডমার্ক আইন-২০০৯ এর আওতায় বাংলাদেশে প্রথমে ০৭ (সাত) বছরের জন্য ট্রেডমার্ক রেজিষ্ট্রেশন দেয়া হয়। পরবর্তীতে ১০ বছর করে অনির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত ট্রেডমার্ক রেজিষ্ট্রেশন নবায়ন করা যায়। কোন অনিবন্ধিত ট্রেডমার্ককে/সার্ভিসমার্ককে নিবন্ধিত হিসেবে ব্যবহার করা বা প্রদর্শন করা ট্রেডমার্ক আইন-২০০৯ এর বিধান অনুযায়ী দন্ডনীয় অপরাধ। কোন প্রতিষ্ঠানের ট্রেডমার্ক/সার্ভিস মার্ক নকল করে ব্যবসা করা বা ব্যবসার চেষ্টা করাও দন্ডনীয় অপরাধ।

(গ) ডব্লিউটিও ও আন্তর্জাতিক উইং ঃ

এই ইউনিট World Trade Organization (WTO)সহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সাথে অধিদপ্তরের কর্মের সমন্বয় করে থাকে।

(ঘ) জি.আই ইউনিট ঃ

ইতোমধ্যে অত্র অধিদপ্তরে G.I Unit (Geographical Indication Unit) স্থাপন করা হয়েছে। এ ইউনিটে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে ভৌগলিক নির্দেশক পণ্যের সুরক্ষা প্রদানে কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

(ঙ) আইটি ইউনিট ঃ

এ অধিদপ্তরকে পূর্ণ অটোমেশনের আওতায় আনার জন্য ৮ সদস্যের IT Unit স্থাপন করা হয়েছে। এ ইউনিটটি Industrial Property Automation System (IPAS) Software-এর মাধ্যমে পেটেন্ট ডিজাইন ও ট্রেডমার্ক আবেদনসমূহ পরীক্ষা করে। আবার IPAS Software -এর মাধ্যমে জার্নাল, সার্টিফিকেট, নোটিস তৈরী করা হয়। এক কথায় ডিপিডিটি-এর পূর্ণাঙ্গ অটোমেশন-এর কাজ নিবিড়ভাবে তদারকি করা হচ্ছে এবং পেপারলেস অফিস করার লক্ষ্যে আইটি ইউনিট সচেষ্ট রয়েছে।

৩.অটোমেশন ঃ

ডিপিডিটির অটোমেশন কার্যক্রমের অংশ হিসাবে WIPO কর্তৃক ইতোমধ্যে IPAS Software স্থাপন করা হয়েছে। বর্তমানে DPDT এবং IFC (International Finance Corporation) এর মধ্যে সম্পাদিত Cooperation Agreement এর আওতায় পুরাতন ফাইলসমূহের ডাটা ক্যাপচারিং এর কাজ মে, ২০১২ সময়ে শুরু হয় এবং ফেব্রুয়ারি, ২০১৪ এর প্রথম দিকে শেষ হয়। বিগত ২৩/০২/২০১৪ তারিখে মাননীয় শিল্পমন্ত্রী জনাব আমির হোসেন আমু এমপি কর্তৃক উক্ত কাজের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়। এর ফলে পুরাতন ম্যানুয়াল পদ্ধতির পরিবর্তে অটোমেটেড পদ্ধতিতে প্রাপ্ত আবেদন পরীক্ষাকরণসহ অন্যান্য কার্যাবলী সম্পাদন অধিকতর দ্রুত এবং সহজ হয়েছে।

৪.আইন সংক্রান্ত কার্যক্রম ঃ

ট্রেডমার্ক আইন, ২০০৯ ঃ

ইংরেজী ভাষায় প্রণীত পূর্বতন The Trademarks Act, 1940 রহিত করে বাংলা ভাষায় প্রণীত ট্রেডমার্ক আইন, ২০০৯ বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে পাশ হওয়ার পর ২৪ মার্চ, ২০০৯ তারিখের গেজেটে তা প্রকাশ করা হয়েছে।

খসড়া ট্রেডমার্ক বিধিমালা:

পূর্বের The Trademarks Rules, 1963 এর স্থলে বাংলা ভাষায় প্রণীত খসড়া **"ট্রেডমার্ক বিধিমালা"** এর উপর আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মতামত পাওয়া গেছে। উক্ত মতামতের আলোকে ট্রেডমার্ক বিধিমালা পুনর্গঠনের কাজ শেষ করা হয়েছে এবং তা চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

খসড়া পেটেন্ট আইন ঃ

পূর্বের The Patents and Designs Act, 1911 কে দুইভাগ করে বাংলা ভাষায় প্রণীত "বাংলাদেশ পেটেন্ট আইন, ২০১৩" এর খসড়া চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে গত ১৬-৯-২০১২ খ্রিঃ তারিখে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মতামত চাওয়া হয়। তাছাড়া খসড়া আইনটির উপর সর্বসাধারণের মতামত চেয়ে Patent Act, 2013 শিল্প মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রদর্শন করা হয়েছে। খসড়া আইনটির উপর WIPO এর মতামত পূর্বেই পাওয়া গিয়েছে। অর্থ, বাণিজ্য, বস্ত্র ও পাট, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং কপিরাইট অফিস হতে ইতোপূর্বে যে সকল মতামত পাওয়া গিয়েছে তা খসড়া বাংলাদেশ পেটেন্ট আইন, ২০১৩ তে সমন্বয় করা হয়েছে। অন্যান্য মন্ত্রণালয় হতে মতামত পাওয়ার জন্য অপেক্ষা করা হচ্ছে। পাশাপাশি বিদ্যমান The Patents & Designs Act, 1911 এর সাথে খসড়া "বাংলাদেশ পেটেন্ট আইন" এর তুলনামুলক বিবরণী মেট্রিক্স আকারে তৈরী পূর্বক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

খসড়া ডিজাইন আইন ঃ

পূর্বের The Patents and Designs Act, 1911 কে দুইভাগ করে বাংলা ভাষায় প্রণীত খসড়া **"ইন্ডাষ্ট্রিয়াল ডিজাইন আইন, ২০১৩"** এর উপর WIPO এর মতামত গ্রহণ করা হয়। মূল আইন The Patents & Designs Act, 1911 এর সাথে খসড়া "বাংলাদেশ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইন এ্যাক্ট" এর তুলনামূলক বিবরণী মেট্রিক্স আকারে প্রেরণের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনার প্রেক্ষিতে মেট্রিক্স আকারে তৈরী করে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

Geographical Indications (GI) Act, 2013:

ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য(নিবন্ধন ও সুরক্ষা) আইন ২০১৩ পাশ হয়েছে এবং ১০ই নভেম্বর,২০১৩ (২৬ কার্তিক ১৪২০) বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমানে বিধি প্রণয়নের কাজ অব্যাহত রয়েছে।

৫. সেমিনার:

পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তরের আয়োজনে এবং দি চিটাগং চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রি-এর সহযোগিতায় গত ২৮/০২/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে চট্টগ্রাম চেম্বার ভবনের সভাকক্ষের "অর্থনৈতিক উন্নয়নে মেধাসম্পদের ভূমিকা" শীর্ষক দিনব্যাপী এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিল্পমন্ত্রী জনাব দিলীপ বড়ুয়া। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জনাব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ্, সচিব, শিল্পমন্ত্রণালয়। উক্ত অনুষ্ঠানে আলোচকবৃন্দ বিভিন্ন প্রস্তাব ও সুপারিশ তুলে ধরেন। তাঁরা সাধারণ গবেষকদের সরকারীভাবে আর্থিক সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা, প্রাতিষ্ঠানিক গবেষকদের বিভিন্ন ইনসেনটিভ বৃদ্ধি, উন্নয়ন ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের জন্য বরাদ্দ বৃদ্ধি এবং বিশ্ববিদ্যালয় ও স্বতন্ত্র গবেষনা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে লিংকেজ তৈরির উপর গুরুত্বারোপ করেন।

৬. বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস উদযাপন (World Intellectual Property Day):

বিশ্বের ১৮৬ টি দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও গত ২৬ এপ্রিল ২০১৩ মেধাসম্পদ দিবস নানাবিধ কর্মসূচির মাধ্যমে উদ্‌যাপিত হয়েছে। বিশ্বব্যাপী মেধাসম্পদ সৃষ্টি, লালন, সুরক্ষা ও তার ব্যবহারকে উৎসাহ দেবার লক্ষে World Intellectual Property Organization (WIPO) এর ১৮৬টি সদস্যে দেশের সাথে বাংলাদেশও ২০০১ সাল হতে প্রতি বৎসর মেধাসম্পদ দিবস পালিত হয়ে আসছে। এই অধিদপ্তর কর্তৃক গত ২৬ এপ্রিল ২০১৩ খ্রিঃ বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস (World Intellectual Property Day) বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে উদযাপন করা হয়। এ উপলক্ষে আয়োজিত **সৃজনশীলতায় আগামী প্রজন্ম** (Creativity the next generation) শীর্ষক এক সেমিনারে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিল্প মন্ত্রী জনাব দিলীপ বড়ুয়া প্রধান অতিথি এবং মাননীয় সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রী জনাব আবুল কালাম আজাদ, এমপি বিশেষ অতিথির আসন অলংকৃত করেন ।

পেটেন্ট ডিজাইন ট্রেডমার্কস অধিদপ্তরের ভিশন হচ্ছে ২০২১ সালের মধ্যে অধিদপ্তরকে বিশ্বমানের মেধাসম্পদ অফিসে রুপান্তর করা। এ লক্ষ্যে অধিদপ্তরটি বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করছে। এ অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে মেধাসম্পদ সংক্রান্ত বিভিন্ন আইন ও বিধি এবং এ অধিদপ্তরের ব্যবহার্য বিভিন্ন ধরনের ফরম এবং আবেদনের পদ্ধতি আপলোড করা হয়েছে। অধিদপ্তরে সেবা গ্রহীতাদের সুবিধার্থে Help Desk স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও অধিদপ্তরের কার্যক্রমে গতিশীলতার আনায়নের জন্য আংশিকভাবে অটোমেশন কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। ভবিষ্যতে পূর্ণাঙ্গ অটোমেশন কার্যক্রম চালু পরিকল্পনা রয়েছে। এসকল পদক্ষেপ বাস্তবায়িত হলে ২০২১ সালের মধ্যে অধিদপ্তরটি একটি বিশ্বমানের মেধাসম্পদ অফিসে পরিণত হবে বলে আশা করা যায়।

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৩ বৈশাখ ১৪২১
২৬ এপ্রিল ২০১৪

বাণী

প্রতিবারের মত এবারও বাংলাদেশে ২৬ এপ্রিল ২০১৪ বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস পালিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

একটি দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নে মেধাসম্পদ সুরক্ষার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। এবারের বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবসের প্রতিপাদ্যঃ Movies: A Global Passion.

আজ থেকে একশ বছর আগে কিংবদন্তী চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্ব চার্লি চ্যাপলিন তৈরি করেছিলেন তাঁর বিখ্যাত ছবি The Tramp - যা আধুনিক চলচ্চিত্রের পথিকৃৎ হিসেবে আজও বিবেচিত হয়ে থাকে। প্রায় এক শতাব্দী পরে বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবসে চলচ্চিত্র বিষয়ক এই প্রতিপাদ্য নির্বাচন সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

চলচ্চিত্র আজ শুধু বিনোদন ও শিক্ষার মাধ্যম নয়, এটি শিল্পও বটে। আমাদের সরকার চলচ্চিত্রকে শিল্প হিসেবে ঘোষণা করেছে। এ শিল্পের সাথে জড়িত রয়েছেন লেখক, পরিচালক, প্রযোজক, অভিনেতা, সঙ্গীত পরিচালক এবং অসংখ্য কলাকুশলী।

তাঁদের চিন্তা ও কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে শিল্প, সংস্কৃতি ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে বিভিন্ন উদ্ভাবন ও উন্নয়নের বিকাশ ঘটছে। এগুলোর সবকিছুই মেধাসম্পদের আওতাধীন, যা সুরক্ষার জন্য প্রয়োজন কপিরাইট, পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কের।

শুধু চলচ্চিত্র সম্পর্কিত বিষয়ই নয়, সকলক্ষেত্রেই নতুন নতুন উদ্ভাবন এবং উন্নয়নের সুরক্ষা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। এ সুরক্ষা না পেলে উদ্ভাবকগণ তাঁদের আবিষ্কার এবং উদ্ভাবনের স্বীকৃতি পাবেন না। ফলে নতুন সৃষ্টিতে তাঁরা অনাগ্রহী হয়ে পড়বেন।

আমি আশা করি, বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস-২০১৪ এর কার্যক্রমের মাধ্যমে মেধাসম্পদ রক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে জনগণ আরও সচেতন হবেন।

আমি দিবসটির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয়বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

আমির হোসেন আমু
মন্ত্রী
শিল্প মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৩ বৈশাখ ১৪২১ বঙ্গাব্দ
২৬ এপ্রিল ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ

বাণী

১৮৭৩ সালে ভিয়েনা একটি আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীর আয়োজন করে, যাতে আবিষ্কারগুলো দেখানো হবে। প্রদর্শনীর নাম, The International Exhibition of Inventions। কিন্তু বাইরের দেশগুলো এতে যোগ দিতে অস্বীকার করলো। তাদের ভয় ছিল, অন্যান্য দেশ তাদের ধ্যান-ধারণা চুরি করে নেবে এবং নিজেদের ব্যবসায় কাজে লাগাবে। সে থেকে মেধাসম্পদ রক্ষার প্রয়োজন যে অপরিহার্য, তা প্রমাণ হয়ে গেল। এ প্রয়োজন মেটানোর তাগিদে বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করে ১৮৯৩ সালে অত্যন্ত ছোট আকারে গঠিত হলো United International Bureau for the Protection of Intellectual Property যা ফ্রেঞ্চ আদ্যক্ষরে BIRPI হিসেবে সুপরিচিত।

ক্রমান্বয়ে মেধাসম্পদ রক্ষার গুরুত্ব ও সচেতনতা বৃদ্ধির সাথে সাথে BIRPI রূপান্তরিত হলো World Intellectual Property Organization (WIPO) বা বিশ্ব মেধাসম্পদ সংস্থা হিসেবে। আজ বিশ্বের ১৮৭টি দেশ WIPO'র সদস্য। মেধাসম্পদ রক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রতি বছর ২৬ এপ্রিল WIPO-এর সদস্য দেশগুলো পালন করে আসছে বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস। WIPO'র সদস্য হিসেবে বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়। প্রতিবারের মত এবারও বাংলাদেশ পালন করতে যাচ্ছে বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস-২০১৪। এ উপলক্ষে পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস্ অধিদপ্তর একটি মনোজ্ঞ স্মরণিকা প্রকাশ করছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এ প্রকাশনার সাথে জড়িত সকলের প্রতি আমার আন্তরিক অভিনন্দন রইল।

বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস-২০১৪ এর প্রতিপাদ্য "Movies-A Global Passion." একশ' বছর আগে জগদ্বিখ্যাত চলচ্চিত্রকার চার্লি চ্যাপলিন তাঁর বিখ্যাত ছবি "The Tramp" নির্মাণ করেছিলেন। সেটি ছিল নির্বাক ছবি। কিন্তু সে যুগে এর আবেদন ছিল অনন্য। এরপর বিশ্বব্যাপী অসংখ্য চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে। সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে চলচ্চিত্রের সর্বক্ষেত্রেই প্রভূত পরিবর্তন ও উন্নতি সাধিত হয়েছে। কিন্তু চলচ্চিত্রের আবেদন মানুষের মনে একই রকম রয়েছে। সৎ চলচ্চিত্র এখনও মানুষের মনে দোলা দেয়, মানুষকে করে আবেগাপ্লুত।

চলচ্চিত্র হচ্ছে আমাদের সমাজ ব্যবস্থার দর্পন। মানুষের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনার প্রতিচ্ছবি এতে ফুটে ওঠে। এর নির্মাণের সাথে সংশ্লিষ্ট কলা-কুশলীরা তাঁদের স্ব-স্ব ক্ষেত্রে নতুন নতুন সৃষ্টি ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নের সাথে জড়িত। তাদের এ মেধাসম্পদ সংরক্ষণ ও উদ্ভাবনী কাজে পৃষ্ঠপোষকতা করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। এ লক্ষ্য থেকেই সরকার ইতোমধ্যে চলচ্চিত্রকে শিল্প হিসেবে ঘোষণা করেছে। বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস উদ্‌যাপনের মাধ্যমে চলচ্চিত্রের সাথে জড়িত শিল্পী ও কলা-কুশলীদের মেধাসম্পদের অধিকার সংরক্ষণের প্রচেষ্টা জোরদার হবে বলে আমার বিশ্বাস।

আমি **বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস-২০১৪** এর সাফল্য কামনা করছি।

আমির হোসেন আমু

আসাদুজ্জামান নূর, এমপি
মন্ত্রী
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৩ বৈশাখ ১৪২১ বঙ্গাব্দ
২৬ এপ্রিল ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ

বাণী

নতুনত্ব এবং সৃজনশীলতাকে উৎসাহিত করার মানসে বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও যথাযোগ্য মর্যাদায় ২৬ এপ্রিল ২০১৪ 'বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস' উদ্‌যাপন করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবসের এবারের প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে 'Movies- A Global Passion'. বাংলাদেশের অডিও ভিজুয়াল শিল্পের এই ক্রান্তিলগ্নে 'বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস' এর এমন একটা প্রতিপাদ্য বিষয় নির্ধারণ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও সময়োপযোগী বলে আমি মনে করি।

প্রাচীন যুগে গুহাচিত্র, রেড ইন্ডিয়ানদের ধোয়া সংকেত, চীনা ছায়া নাটক বা মধ্যযুগের ম্যাজিক লণ্ঠনের মাধ্যমে গতিকে রূপ দিয়ে সিনেমা দেখানোর প্রচেষ্টা অব্যাহত ছিল। ১৮১৬ সালে নিসেফোর নীপসের ফটোগ্রাফিক ইমেজ সৃষ্টির মাধ্যমে সিনেমা দেখানোর প্রয়াস সাফল্য লাভ করে। তার আরো পরে ১৮৮৯ সালে টমাস এডিসন, মারে ও ইষ্টম্যান আধুনিক সিনেমার পথ সুগম করেন।

আসলে একজন উদ্ভাবকের দীর্ঘ সাধনা, শ্রম ও স্বপ্ন তথা রূপকল্পের বাস্তব দিক হচ্ছে তার আবিষ্কার। তাই একজন উদ্ভাবকের মেধা, উদ্ভাবন ও সৃষ্টিশীলতাকে স্বীকৃতি ও সংরক্ষণ অতীব জরুরী। কেননা সংস্কৃতি ও সভ্যতার অগ্রায়নে তথ্য, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পত্তির গুরুত্ব অপরিসীম। বাংলাদেশের মত মননশীল পরিশ্রমী জাতিকে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে সৃজনশীলতার বন্ধনের মাধ্যমে দ্রুত বিকাশের সুযোগ করে দিতে বর্তমান সরকার বদ্ধপরিকর।

বাংলাদেশে এবারের 'বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস' উদ্‌যাপনে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই এবং দিবসটির সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

আসাদুজ্জামান নূর, এমপি

সচিব
শিল্প মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৩ বৈশাখ ১৪২১ বঙ্গাব্দ
২৬ এপ্রিল ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ

বাণী

সভ্যতার আধুনিক সংস্করণের মূলে রয়েছে সৃজনশীলতা। আর এই সৃজনশীলতাকে উৎসাহিত করণের লক্ষ্যেই প্রতি বছর ২৬ এপ্রিল পালিত হয় বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস। এ লক্ষ্যে ২০১৪ সালে অনুষ্ঠিতব্য বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবসের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হল "Movies - A Global Passion"। প্রেক্ষাপট বিবেচনায় দেখা যায় সৃজনশীলতার একটি বড় অংশ চলচ্চিত্রের সাথে জড়িত। একজন সৃজনশীল চলচ্চিত্রকারই নাড়া দিতে সক্ষম হন সাধারণ থেকে সাধারণ মানুষের অন্তরে। ফলে পরিবর্তন ঘটে তাদের ধ্যান-ধারণার। তাই ২০১৪ সালে বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবসের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়টি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে আমি মনে করি।

মেধাসম্পদ বিষয়ক বিশ্বের উন্নত সকল দেশের উন্নয়নমুখি যেকোন ধরণের কার্যক্রম এবং অবকাঠামোগত দিক বিবেচনা করলে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, আমাদের দেশের মেধাসম্পদ বিষয়ক সকল কর্মকান্ড এবং এর অবকাঠামোর মধ্যে বিস্তর পার্থক্য। আমরা ইতোমধ্যে দেশীয় স্বার্থ এবং প্রয়োজনকে সর্বাধিক বিবেচনায় নিয়ে WIPO, EU, IFC সহ বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগিগণের সংগে কাজ করছি। সীমিত সংখ্যক জনবল ও অবকাঠামোগত দূর্বলতার মধ্যেও শিল্প মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর মেধাসম্পদ বিষয়ক কার্যক্রমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধকতা ও সীমাবদ্ধতার মাঝেও আমরা মেধাসম্পদ সৃষ্টি ও তার সুরক্ষার বিষয়টি জাতীয় শিল্পনীতিতে অন্তর্ভূক্ত করতে সক্ষম হয়েছি। মেধাসম্পদ দিবসকে জাতীয়ভাবে উদযাপনের জন্য তালিকাভূক্ত করা হয়েছে। উদ্যোগ নেয়া হয়েছে IP Policy এবং IP Strategy প্রণয়নের। মেধাসম্পদ বিষয়ক পূর্বের বিদ্যমান আইনগুলোর আধুনিকায়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যে প্রণীত হয়েছে ভৌগলিক নির্দেশক আইন। Service Delivery -কে সহজীকরণ ও নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে চালু হয়েছে Computer প্রযুক্তি নির্ভর অটোমেশন কার্যক্রম।

দেশের জনসাধারণকে মেধাসম্পদের গুরুত্ব ও তাৎপর্য উপলব্ধির জন্য এবং মেধাসম্পদ সৃষ্টি ও তার সুরক্ষার বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করণার্থে এ দিবসের গুরুত্ব অপরিসীম। তাই আজ এ দিবস উদযাপনের প্রাক্কালে আমি মেধাসম্পদের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে, বিশেষ করে সৃষ্টিশীল ব্যক্তিদের নব নব সৃজনশীল কার্যক্রমের মাধ্যমে উন্নত বাংলাদেশ গড়তে এগিয়ে আসার উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি।

বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস ২০১৪ এর সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করছি।

মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ্

Director General
World Intellectual Property Organization (WIPO)

WIPO
WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION

Message

Each year we celebrate World Intellectual Property Day on April 26 as an opportunity to discuss the role of intellectual property in relation to innovation and creativity. This year, our theme is **Movies: a global passion.**

Movies have always attracted global audiences. From the very first silent movies they were watched across the whole world with fascination, and with passion. More recently, we have witnessed the growth not only of global audiences, but also of global production. Where Hollywood was once the dominant player worldwide, now we see film industries flourishing across the world, be it Bollywood in India, Nollywood in Nigeria, or in Scandinavia, North Africa, China or other parts of Asia. So movies really are a global passion.

Movies are also a direct product of **intellectual property** (IP). Think about how a film is made. You start with a script, which is the intellectual property of an author or screenwriter. Then there are the actors, whose performances are their intellectual property. Then there is music, in which the composers and the performers have IP. Numerous players contribute to creating a film, and to enabling us to watch it as a seamless performance, woven from a multiplicity of intellectual property. IP underlies the whole film industry.

Numerous players contribute to creating a film, and to enabling us to watch it as a seamless performance, woven from a multiplicity of intellectual property.

All these players who contribute to making and distributing movies are protected by an international legal framework. This started with the **Berne Convention** back in the 19th Century. Together with our member states, WIPO seeks to ensure that this legal framework keeps pace with our changing world, and continues to serve its fundamental purpose of making IP work for creativity and innovation. Recently we added a new treaty, the **Beijing Treaty on Audiovisual Performances**, to protect the performances of actors.

On World IP Day this year, I invite movie lovers everywhere, when next you watch a movie, to think for a moment about all the creators and innovators who have had a part in making that movie. And I would urge you also to think about the digital challenge which the Internet presents for film. I believe it is the responsibility not just of policy-makers but of each of us to consider this challenge, and to ask ourselves: How can we take advantage of this extraordinary opportunity to democratize culture and to make creative works available at the click of a mouse, while, at the same time, ensuring that the creators can keep on creating, earning their living, and making the films that so enrich our lives?

Francis Gurry